

## উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটার পাশাপাশি মান নিম্নমুখী হচ্ছে : মঞ্জুরী কমিশন

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

দেশে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার মান নিম্নমুখী হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নানা অবাধ্যতা ও অসংগতি-তথ্য প্রযুক্তির স্বল্প ব্যবহার এবং গ্রন্থাগারত্যাগের কারণে অবস্থা উদ্বেগজনক। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। কমিশন শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কিছু সুপারিশও করেছে।

কমিশনের রিপোর্টে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের উচ্চতরের গবেষণামূলক শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে গড়ে তোলাই উচ্চ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনার আদ্য যেতে পারে। (বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে) (১৯শ পৃঃ ১-এর কঃ প্রঃ)

### উচ্চ শিক্ষার প্রসার

(শেষ পৃঃ পর)

নানা অবাধ্যতা ও অসংগতি দের কারণে। এ অসংগতি দূর করার জন্য উদ্যোগীদের যেন আন্তরিক হতে হবে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও তার অনুমোদনের শর্তাদি পাশ্চাত্য সঙ্কলকে যত্নসহকারে হতে হবে। রিপোর্টে বলা হয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিষয় পড়ার সুযোগ পায় না। গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলা হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার এখন একটি ক্রান্তিকালে অবস্থান করছে। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোতে বিশুদ্ধ সংগ্রহ বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তুলে না ধরার ফলে তার কার্যকর ব্যবহার হচ্ছে না। অপরপক্ষে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারে সংগ্রহের অগ্রতুল্যতা পাশাপাশি তা উন্নয়নের কোন বাজেটও নেই।

এ ক্ষেত্রে উন্নয়নে কমিশন মনে করে, দেশের ৭৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে ন্যূনতম পর্যায়ের 'ডিজিটাইজড মজার লাইব্রেরী' হিসেবে গড়ে তুলতে পরিকল্পনা মাসিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষায় আইসিটি (তথ্য প্রযুক্তি) ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান ও তথ্যের মনোভাষ্যকে সার্বজনীন অবস্থান অর্পিতব্য। কমিশন উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে আইসিটির নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী প্রযুক্তি ও পরিবর্তনের ধারা গ্রহণ ও সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তার ব্যবস্থাপনা কামনা করে।